লেন্স এশিয়া

LENS ASIA

১৫ নভেম্বর, ২০২৬

পূর্বাচলে চাঁদাবাজি-জমি দখলের অঘোষিত নিয়ন্ত্রক জজ মিয়া



ছবি: লেন্স এশিয়া

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের পূর্বাচল এলাকায় জজ মিয়া ওরফে ‘বাট্টু জজ’কে ঘিরে চাঁদাবাজি, জমি দখল, হামলা, মাদক কারবার ও নানা অপরাধের অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, একসময় অভাবের কারণে দিন কাটানো এই ব্যক্তি রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজের পরিচয় বদলে এলাকায় প্রভাবশালী হয়ে উঠেছেন। বর্তমানে তাঁর বিরুদ্ধে শতকোটি টাকার অবৈধ সম্পদের মালিক হওয়ার অভিযোগও রয়েছে। রূপগঞ্জ ইউনিয়নের বাগবের, টিনর ও গোয়ালপাড়া এলাকার বাসিন্দাদের একাংশ অভিযোগ করেন, জজ মিয়ার অনুসারীদের ভয়ে তাঁরা স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারছেন না।

স্থানীয় সূত্র ও অনুসন্ধান সূত্রে জানা যায়, ৫ আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের আগে কখনো তৈমুর আলম খন্দকারের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল বিএনপির ছত্রচ্ছায়ায়, আবার কখনো জয়বাংলা স্লোগান দিয়ে যুবলীগের আশ্রয়ে চাঁদাবাজি ও জালিয়াতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে জজ মিয়ার বিরুদ্ধে। রাজনৈতিক পরিস্থিতি বদলানোর পর নিজেকে বিএনপি ও যুবদলের ত্যাগী নেতা হিসেবে পরিচয় দিতে শুরু করেন তিনি।

সাবেক এক জেলা ছাত্রদল নেতার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার সময় তোলা একটি ছবি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে আটকের সময় ক্যামেরাবন্দি হয় বলে জানা গেছে। পরে ওই ছবিকে রাজনৈতিক পরিচয়ের প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করে নিজেকে যুবদলের বড় নেতা হিসেবে উপস্থাপন করতে থাকেন জজ মিয়া। স্থানীয়দের অভিযোগ, এই পরিচয়ের আড়ালে তিনি একটি ক্যাডার বাহিনী গড়ে তোলেন।

বাগবের ও গোয়ালপাড়া এলাকার পলাতক আওয়ামী লীগ নেতাদের কাছ থেকে নিয়মিত মাসোয়ারা আদায়, প্রতিপক্ষের বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ এবং রাতের আঁধারে ডাকাতির মাধ্যমে তিনি কোটি টাকার বেশি সম্পদ গড়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। তাঁর অনুসারীদের হামলা ও মামলার শিকার হয়েছেন স্থানীয় বিএনপির অনেক নেতাকর্মীও। তাঁতিদল নেতা মৃদুলকে নিজ হাতে ছুরি দিয়ে পিঠে ৩০টির বেশি কোপ দেওয়ার অভিযোগটি এলাকাজুড়ে আলোচিত। এ ছাড়া পূর্বাচলের শত শত বিঘা জমি দখল, অবৈধ চোরাই তেলের দোকান নিয়ন্ত্রণ এবং কিশোর গ্যাং লালন-পালনের অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে।

রূপগঞ্জের আবাসন খাত ও বিভিন্ন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান থেকে নিয়মিত চাঁদা আদায়ের অভিযোগ উঠেছে জজ মিয়ার বিরুদ্ধে। স্থানীয় সূত্রের দাবি, ফরটিস গ্রুপের কাছ থেকে মাসে ১০ লাখ টাকা, স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা ইমন হাসান খোকনের কাছ থেকে ৫ লাখ টাকা এবং তাঁতী লীগ নেতা আলমের কাছ থেকে প্রতি মাসে ২ লাখ টাকা আদায় করা হয়।

বাদশা মেম্বার ও তাঁর পরিবারের পৈতৃক সম্পত্তি জোরপূর্বক দখল করে নেওয়ার অভিযোগও রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা জালালের অভিযোগ, নিজের অফিসের জন্য একটি টেলিভিশন চাওয়ার পর তিনি তা দিতে অস্বীকৃতি জানান। এরপর তাঁকে আওয়ামী লীগের দোসর আখ্যা দিয়ে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে কারাগারে পাঠানো হয়।

এ ছাড়া সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্যদের ওপর বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন ও তাঁদের জমি দখলের অভিযোগ রয়েছে। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সামান্য কোনো ঘটনা ঘটলেও দলবল নিয়ে হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয়রা। আসন্ন স্থানীয় সরকার নির্বাচনে রূপগঞ্জ ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ড থেকে ইউপি সদস্য পদে প্রার্থী হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন জজ মিয়া। এ নির্বাচনকে সামনে রেখে এলাকায় নিজের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে।

স্থানীয়দের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, একসময় রিকশাচালক বা দিনমজুর পরিবারের সন্তান হিসেবে পরিচিত জজ মিয়ার বর্তমানে রূপগঞ্জ ও রাজধানীর উপকণ্ঠের বিভিন্ন এলাকায় একাধিক বিলাসবহুল বাড়ি, প্লট ও ফ্ল্যাট রয়েছে। এসব সম্পদের কিছু বেনামে কেনা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

টিনর ও বাগবের এলাকায় তাঁর নির্মিত বিলাসবহুল ডুপ্লেক্স বাড়িটি স্থানীয়দের কাছে আলোচনার বিষয়। অভিযোগ রয়েছে, ওই বাড়িতে তাঁর অনুসারীদের নিয়ে গোপন বৈঠক এবং

অবৈধ মাদকের আসর বসে। ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য রয়েছে একাধিক দামি ব্র্যান্ডের মোটরসাইকেল ও প্রাইভেট কার। স্থানীয়দের দাবি, চাঁদাবাজির অর্থে এসব সম্পদ ও যানবাহন কেনা হয়েছে।

অল্প সময়ের ব্যবধানে একজন সাধারণ পরিবার থেকে উঠে আসা ব্যক্তির এত বিপুল সম্পদের মালিক হওয়া নিয়ে এলাকায় আলোচনা-সমালোচনা চলছে। কীভাবে তিনি এই সম্পদের মালিক হলেন, তার উৎস কী এবং সম্পদগুলো কার নামে রয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয়রা।

নিজের প্রভাব ও অপরাধের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে জজ মিয়া একটি শক্তিশালী ক্যাডার বাহিনী গড়ে তুলেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। গোয়ালপাড়া ও বাগবের এলাকার চিহ্নিত মাদক কারবারি, ছিনতাইকারী এবং কিশোর গ্যাংয়ের নেতাদের নিয়ে এই বাহিনী গঠিত বলে স্থানীয় সূত্রের দাবি। তাঁর নির্দেশে এসব সদস্য ছিনতাই, চাঁদাবাজি ও মাদক ব্যবসাসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িত বলে অভিযোগ করেছেন এলাকাবাসী। তাঁদের ভাষ্য, কিশোর গ্যাংয়ের মাধ্যমে এলাকার যুবসমাজকে অপরাধের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে।

জজ মিয়ার বিরুদ্ধে নারী হয়রানি ও ব্যক্তিগত সম্পর্ককে কেন্দ্র করে ব্ল্যাকমেইলের একাধিক অভিযোগও তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, ক্ষমতার প্রভাব দেখিয়ে এলাকার নিরীহ নারীদের অনৈতিক প্রস্তাব দেওয়া হয়। কোনো নারীর পারিবারিক কলহ বা দাম্পত্য বিরোধের সুযোগ নিয়ে সংশ্লিষ্ট পরিবারকে চাপে রাখা এবং জিম্মি করার অভিযোগও রয়েছে।

স্থানীয়দের দাবি, এসব ঘটনার প্রতিবাদ করতে গেলে ভুক্তভোগী নারী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর ভয় দেখানো হয়। ফলে অনেকেই প্রকাশ্যে অভিযোগ করতে সাহস পান না। ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে একাধিক নারীর ব্যক্তিগত জীবন দুর্বিষহ করে তোলার অভিযোগও রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। এসব ঘটনা ও হয়রানির কারণে এলাকার সাধারণ পরিবারগুলো উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

উল্লেখ্য, পূর্বাচলে অবৈধ দোকানপাট থেকে চাঁদা আদায় ও নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা কাজী মনিরুজ্জামান মনিরের অনুসারী মো. জজ মিয়ার সংশ্লিষ্টতার তথ্য গত ১ নভেম্বর প্রকাশ করেন আলজাজিরার অনুসন্ধানী সাংবাদিক জুলকারনাইন সায়ের। সরকারি গোয়েন্দা সংস্থার বিশেষ প্রতিবেদন ও মাঠপর্যায়ের অনুসন্ধানের তথ্যের বরাত দিয়ে দেওয়া তিনি এক ফেসবুক পোস্টে লিখেন, পূর্বাচলের আটটি বড় বাণিজ্যিক এলাকার প্রায় ৭০০ দোকান থেকে প্রতিদিন অন্তত ৫ লাখ ৪০ হাজার টাকা চাঁদা আদায় করা হচ্ছে। মাসে এ অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় ১ কোটি ৬২ লাখ টাকা।

পোস্টে জলসিঁড়ি চত্বর ও নীলা মার্কেটের চাঁদা আদায় ও নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে জজ মিয়ার সম্পৃক্ততার কথা উল্লেখ করা হয়।

অভিযোগের বিষয়ে জজ মিয়ার সাথে মুঠোফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করে হলেও তিনি ফোনটি রিসিভ করেননি।

LENS ASIA